দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

05

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতিবাজদের পুনর্বাসন কেন

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে দুর্নীতির অভিযোগে বহিষ্কৃতদের পুনর্বহালের প্রক্রিয়া চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্তকৃত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে পুনর্বহালের আদেশ দিয়েছেন চ্যান্সেলর। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে ১৯৯৫ সালে তাকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

কোন্ অবস্থায় বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের আদেশ দিয়েছেন চ্যান্সেলর আমাদের জানা নেই। তবে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীকে প্রকৃত তথ্য না জানিয়ে একজন চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে পুনর্বহালের উদ্যোগ নিয়ে সফল হয়েছে।

উল্লেখ করা হয়েছে, বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে এক জন দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বহিষ্কার করেছিল।

দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির যে চক্র গড়ে উঠেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি বলেছেন, দুর্নীতিবাজ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে পুনর্বাসনের উদ্যোগে তারা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। প্রধানমন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখে ষড়যন্ত্রকারীরা এই অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি বলেছেন।

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনেক সময়ই পুনর্বহাল হতে দেখা যায়। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদ্বির, শক্তিশালী চক্র, উপরওয়ালাদের সঙ্গে কানেকশন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মিত্রতাই এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে। এটা ঠিক সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত বা বরখাস্তকৃত ব্যক্তির আপিল করার অধিকার রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপিল পাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী পুনর্তদন্ত বা অন্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং দেয়া শাস্তির মাত্রার যথার্থতা নিরূপণ করেই পূর্বের আদেশ বাতিল, রহিত বা পুনর্বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন তদ্বির, প্রভাব বিস্তার বা কানেকশনের কারণে পুনর্বহাল হওয়া কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

আমরা জানতে চাই দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত কর্মকর্তাকে কি যথানিয়মে, যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে পুনর্বহালের আদেশ দেয়া হয়েছে? না, সংবাদপত্রে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবে অর্থাৎ প্রধানন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখে পুনর্বহালের আদেশ বের করে নেয়া হয়েছে?

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে অনিয়ম, অব্যবস্থা এবং দুর্নীতির হাজারো অভিযোগ রয়েছে। পরীক্ষা বিভ্রাট এবং ফল বিপর্যয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যেন রুটিন ওয়ার্ক হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচ্য ঘটনা প্রমাণ করছে দুর্নীতিবাজদের লালন করাও এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হতে চলেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ম ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ সরকারের কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের প্রকল্পটি প্রথম স্থগিত করা হোক। তারপর নিয়ম অনুযায়ী তদন্ত এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হোক।

তা না হলে এই পুনর্বহাল নিয়েই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। সে রকম অবস্থা তৈরি হওয়ার আগেই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার উদ্যোগ নেয়াটা হবে বিচক্ষণ কাজ।